বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য
নিরাপত্তা পরামর্শ

১. নির্ধারিত অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত শর্ট সার্কিট, ওভারলোডিং এবং বিদ্যুৎ লিকেজ এড়াতে আপনার প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক তারের নিয়মিত পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন নির্দিষ্ট সময় অন্তর করান। এই কাজটি একজন ইলেক্ট্রিকাল ইন্সপেক্টর অথবা অনুমোদিত লাইসেন্সড ইলেক্ট্রিকাল কন্ট্রাক্টর-এর মাধ্যমে, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথোরিটি রেগুলশানস ২০২৩, যা পরবর্তীতে "সেফটি রেগুলেশানস" নামে উল্লেখিত, তার প্রচলিত বিধান অনুযায়ী করানো যেতে পারে।

২. সিইএ সেফটি রেগুলেশনস ২০২৩-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং রেগুলেশান ৩৮ অনুযায়ী বৈদ্যুতিক তারের পরীক্ষা করানো আবশ্যক। মনে রাখবেন, সিইএ সেফটি রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদন / সরবরাহ শুরু / ছয় মাসের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পুনরায় সরবরাহ শুরু করার ক্ষেত্রে, লাইসেন্সড ইলেক্ট্রিকাল কন্ট্রাক্টর কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত টেস্ট রেজাল্টস জমা দিতে হবে।

৩. মনে রাখবেন, আপনার বিদ্যুৎ এর ব্যবহার যদি স্যাংশনড লোড-এর বেশি ব্যবহৃত হয় তাহলে সিইএসসি-এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এবং আপনার ঘরের ওয়্যারিং—দুটোরই নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ে। এর মানে হতে পারে, আপনি এমন অ্যাপ্লায়েন্স বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছেন যা আপনার বিদ্যুতের লোড ক্যাপাসিটি বদলে দিচ্ছে।

৪. মনে রাখবেন, সিইএ সেফটি রেগুলেশনস ২০২৩-এর রেগুলেশন ৩১ অনুযায়ী, বিদ্যমান বৈদ্যুতিক স্থাপনার ক্ষমতা বা প্রকৃতিতে কোনও পরিবর্তন আনে এমন কোনও বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের কাজ — যেমন সংযোজন, পরিবর্তন, মেরামত এবং বিদ্যমান ইনস্টলেশনের সামঞ্জস্যকরণ — সাধারণভাবে করা যাবে না। এই ধরনের কাজ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এই কাজের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রিকাল কন্ট্রাক্টর-এর মাধ্যমে এবং সার্টিফিকেট অফ কমপিটেন্সি-ধারী ব্যক্তির সরাসরি তত্ত্বাবধানে করা যেতে পারে।

৫. আর্থ লিকেজের কারণে বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধ করার জন্য আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার (ইএলসিবি) এবং রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (আরসিসিবি)-এর মতো উপযুক্ত সরঞ্জাম স্থাপন করুন, এবং সেইসাথে আপনার প্রাঙ্গণের ওয়্যারিং-এ ওভারলোডিং ও শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করার জন্য এমসিবি স্থাপন করুন।

৬. যদি আপনার বিদ্যুৎ এর ব্যবহার (ম্যাক্সিমাম ডিম্যান্ড) স্যাংশনড লোড-এর বেশি হয়, তাহলে—

• দ্য ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট,২০০৩ -এর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বিদ্যুতের অনুমোদিত ব্যবহারের জটিলতা এড়াতে, আপনার বিদ্যুৎ ব্যবহারের লোড অনুমোদিত লোডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন অথবা অনুমোদিত লোড বৃদ্ধির জন্য আবেদন করুন।
• নিশ্চিত করুন আপনার ঘরের ওয়্যারিং যেন -
* সিইএ সেফটি রেগুলেশন মেনে করা হয়।
* পর্যাপ্ত ক্যাপাসিটি/রেটিং-এর হয়, যাতে আপনার প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে নিরাপদে বিদ্যুৎ গ্রহণ ও ব্যবহার করা যায়।

• প্রতি ৫ বছরের মধ্যে অন্তত একবার অভ্যন্তরীন ওয়্যারিং পরীক্ষা করান এবং সিইএ সেফটি রেগুলেশন-এর রেগুলেশন ৩২ মেনে চলুন। যে কোনও সাহায্য বা বিস্তারিত জানার -এর জন্য যোগাযোগ করুন সিইএসসি হেল্পলাইন।

৭. বাড়ি বা বিল্ডিং তৈরির সময় প্রচলিত নিয়মাবলী এবং বিল্ডিং বাই-লস মেনে চলুন। হাই টেনশন/লো টেনশন লাইন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব ও ক্লিয়ারেন্স বজায় রাখুন। ইলেকট্রিক মিটার বা ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন-এর কাছে জল জমতে দেবেন না। সব অ্যাপ্লায়েন্স সঠিক সাপ্লাই পয়েন্টে কানেক্ট করুন এবং প্রপার আর্থিং নিশ্চিত করুন।

৮. মাল্টি-স্টোরি আবাসন -এর মালিক এবং বাসিন্দাদের নিশ্চিত করতে হবে যে লিফট, অ্যাপ্লায়েন্স এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন সংশ্লিষ্ট অথরি টি দ্বারা স্যাংশনড এবং এমন ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে যে বৈদ্যুতিক শক আর অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নেই। টেম্পোরারি ওয়্যারিং জয়েন্ট এড়িয়ে চলুন। এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করলে সঠিক সাইজ-এর প্লাগ এবং সকেট ব্যবহার করুন।

বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য
নিরাপত্তা পরামর্শ

৯. ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন-এর কাছে গাড়ি, গ্যাস সিলিন্ডার, তেলের ট্যাঙ্ক বা অগ্নিজাতীয় জিনিসপত্র রাখবেন না। এতে আগুনের ঝুঁকি বাড়ে এবং এমার্জেন্সি বের হবার পথ আটকে যেতে পারে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভালো ভেন্টিলেশন এবং যথেষ্ট আলো আছে এমন জায়গায় মিটার বসানো উচিত।

১০. গীজার, রুম হিটার, পাম্প ইত্যাদি ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স দীর্ঘক্ষণ চালিয়ে রাখবেন না । রাতে অকারণে এগুলো চালু রাখবেন না। বাড়ির বাইরে বেরোবার আগে বা ঘুমোতে যাওয়ার আগে এগুলো সুইচ অফ করুন। ওভারহিটিং থেকে ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার হতে পারে।

১১. এসি নিয়মিত সার্ভিসিং করান যাতে শর্ট সার্কিট বা স্পার্কিং এড়ানো যায়।

১২. বাড়ির বাইরে বেরোবার আগে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গ্যাস সিলিন্ডার লাইন-এর রেগুলেটর বন্ধ আছে কি না দেখে নিন। এতে ইলেকট্রিক্যাল বা ফায়ার অ্যাকসিডেন্ট-এর ঝুঁকি কমে।

১৩. বিদ্যুৎচালিত গাড়ি অতিরিক্ত চার্জ করবেন না। এতে ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারের ঝুঁকি থাকতে পারে।

১৪. রাস্তায় থাকা ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশনের কাছে আবর্জনা, শুকনো পাতা ইত্যাদি ফেলবেন না। এগুলো থেকে আগুন লাগতে পারে।

১৫. বাড়ির বাইরে বেরোবার আগে প্রদীপ, মোমবাতি ও ধূপের আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে দিন। এতে অগ্নিকান্ড এড়ানো যায়।

১৬. বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশনের জন্য আইএসআই সার্টিফায়েড অ্যাপ্লায়েন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড রেটেড তার-এর মতো ভালো মানের ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।

১৭. ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার হলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করুন। আগুন নেভানোর জন্য বালি, কার্বন ডাই অক্সাইড বা ড্রাই পাউডার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করুন। ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার নেভাতে কখনও জল ব্যবহার করবেন না।

১৮. ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন থেকে আগুন বেরোলে মেইন সুইচ বন্ধ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিইএসসি হেল্পলাইন-এ জানান।

১৯. অননুমোদিত পাওয়ার হুকিং বেআইনি। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এবং ফায়ার হ্যাজার্ডের ঝুঁকি থাকে। জন নিরাপত্তার সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করবেন না। এমন ঘটনা দেখলে সিইএসসি-কে জানান। নিজের বাড়ি, পরিবার এবং সমাজকে সুরক্ষিত রাখুন, শুধুমাত্র অনুমোদিত সিইএসসি কানেকশন ব্যবহার করুন। সুরক্ষা সর্বপ্রথম!

২০. ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ২০০৩ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম -রীতি না মানলে আপনার প্রিমাইসেস-এর ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ডিসকানেক্ট করা হতে পারে।

For any emergency in CESC area contact us on

WhatsApp at 74390 01912
or on CESCAPPS or Call 1912